একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

এসএমসি নিউজ

ইস্যু ৩৭, এপ্রিল-জুন ২০২১

এসএমসি এবং এসএমসি ইএল বোর্ডের সম্মানিত পরিচালকের নীল তারা ক্লিনিক পরিদর্শন করেন

এসএমসি এবং এসএমসি ইএল বোর্ডের সম্মানিত পরিচালক জনাব মুহাম্মদ ফরহাদ হুসেইন এফসিএ বিগত ৩১ মে, ২০২১ তারিখে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্দানে অবস্থিত এসএমসি নীল তারা ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। সফরকালীন সময়ে তার সাথে ছিলেন এসএমসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) জনাব তসলিম উদ্দিন খান এবং রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অপারেশনস। ক্লিনিকের ভিতরের ইউনিটগুলো ঘুরে দেখার সময় জনাব তসলিম ক্লিনিকের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে জনাব হুসেইনকে অবহিত করেন। সম্মানিত পরিচালক ক্লিনিকের সেবা বিতরণ প্রক্রিয়াসমূহ যেমনঃ কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস (এক্স-রে, ইউএসজি এবং ইসিজি) এবং মডেল ফার্মেসি-সহ সকল কার্যক্রম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন।

জনাব হুসেইন এসএমসি নীলতারা ক্লিনিকের সার্বিক পরিচালনা ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেখে অভিভূত হন। তিনি উচ্চমানের ল্যাব সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে পরীক্ষাগার পরিষেবা সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন এবং ক্লিনিকের স্থায়ী ঠিকানার জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি উপযুক্ত জমি অনুসন্ধান করার পরামর্শও দেন। সম্মানিত বোর্ড পরিচালক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি ক্লিনিকে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং কোভিড-১৯ মহামারীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতেও মানসম্মত পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রাখায় ক্লিনিক অপারেশনস টিমকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

গ্রোথ মনিটরিং অ্যান্ড প্রমোশন (জিএমপি) কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে বু-স্টার সেবাপ্রদানকারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

দক্ষতা বৃদ্ধির ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, প্রোগ্রাম ডিভিশন মে-জুন ২০২১ এর মধ্যে ১২টি জেলার ২০১জন বু-স্টার সেবাপ্রদানকারীর অংশগ্রহণে গ্রোথ মনিটরিং এবং প্রমোশন (শিশুর পরিমাপ, ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি) এর মৌলিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। কোভিড-১৯ মহামারী বিবেচনা করে, প্রশিক্ষণের সময় ৩টি মৌলিক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (যেমনঃ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা এবং হাত ধোয়া/হ্যান্ড স্যানিটাইজিং) কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। অংশগ্রহণমূলক এই প্রশিক্ষণ সেশনগুলোতে দলীয় আলোচনা, গ্রুপ ওয়ার্ক, স্বতন্ত্র অনুশীলন এবং ব্যবহারিক প্রদর্শণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এটি প্রত্যাশিত যে, এই ধরণের উদ্যোগ দেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের সার্বিক পুষ্টি অবস্থার উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

ইউএসএআইডি-এর গোলটেবিল বৈঠকে এমডি এন্ড সিইও

ইউএসএআইডি'র গ্লোবাল হেলথ ব্যুরো অফিস অব কান্ট্রি সাপোর্ট (জিএইচ/ওসিএস) এবং নিউ পার্টনারশিপ ইনিশিয়েটিভ এক্সপেন্ডিং হেলথ পার্টনারশিপস (এনপিআই এক্সপান্ড) প্রকল্প লোকাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (এলসিডি) এর উপর একটি নতুন ওয়েবিনার সিরিজ এর ঘোষণা করে। এটি ছিল সিরিজের প্রথম ওয়েবিনার যা লোকাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসই এন্টারপ্রাইজ তৈরি করার লক্ষ্যে মাঝে ইউএসএআইডি'র প্রকল্প সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিশদ আলোচনা করা হয়। ওয়েবিনারের মূল সঞ্চালক জনাব জেফ বার্নেস, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, এনপিআই এক্সপান্ড-এর আমন্ত্রণে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মিস মেলিসা জোন্স, ডিরেক্টর, অফিস অব কান্ট্রি সাপোর্ট, ব্যুরো ফর গ্লোবাল হেলথ, ইউএসএআইডি। পরবর্তীতে মিসেস কেরি পেলজম্যান, ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রশাসক, ব্যুরো ফর গ্লোবাল হেলথ, ইউএসএআইডি এবং জনাব সেগায়ে তিলাহুন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (স্বাস্থ্য), ইউএসএআইডি, ইথিওপিয়া লোকাল ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর উপর নিজ নিজ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

মিস এনি জর্জেনসন, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর, এইচ+ প্রকল্প, প্যালাডিয়াম পরবর্তী গোলটেবিল আলোচনা পর্ব পরিচালনা করেন যেখানে ডাঃ কার্লোস কুয়েলার, সহ-প্রতিতষ্ঠাতা, PROSALUD, বলিভিয়া এবং জনাব মোঃ আলী রেজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী, বাংলাদেশ অংশগহণ করেন। জনাব খান তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে উলেখ করেন যে এসএমসি ইউএসএআইডি-এর অন্যতম একটি সফল বিনিয়োগ যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে লক্ষণীয় অবদান রেখে চলেছে। সেইসঙ্গে, তিনি এসএমসি'র প্রধান মাইলফলকসমূহ

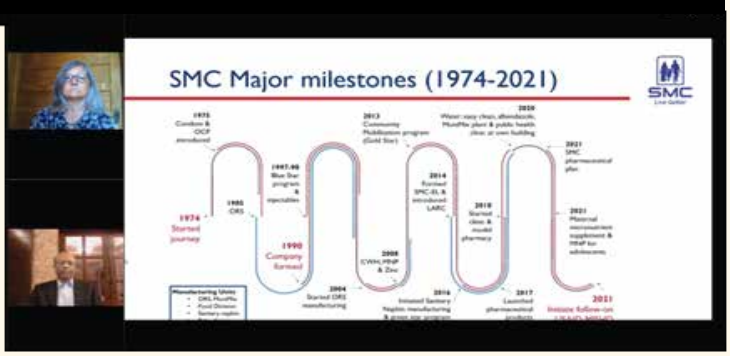

এবং অলাভজনক ও লাভজনক উদ্যোগের সাথে সমন্বয় করে একটি ব্যবসায়িক মডেল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এর উলেখযোগ্য বৈচিত্রের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে স্থানীয় বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমরা সফল হয়েছি।" তিনি আরও উলেখ করেন, এসএমসি শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, সুদক্ষ মাঠকর্মী, ফার্মেসি সহ অন্যান্য আউটলেটগুলোতে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে উলেখযোগ্য অবদান রাখছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি জানান এসএমসি ৬২% কনডম, ৪৭% পিল এবং ৩৩% ইনজেক্টবলস সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সাস্টেইনিবিলিটি এবং তহবিল সংকোচনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে, জনাব খান তার সমাপনী বক্তব্যে, সরকারী-বেসরকারী পার্টনারশিপের উপর গুরুত্ব দেন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য পণ্য ও পরিষেবার প্রচারের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, দাতা নির্ভরতা হ্রাস এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করারও পরামর্শ দেন।

শাকিব খানের সাথে ওরস্যালাইন-এন এর নতুন ক্যাম্পেইন

সম্প্রতি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় তারকা এবং ওরস্যালাইন-এন এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর শাকিব খানকে নিয়ে ব্র্যান্ডটির একটি নতুন ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে। ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য ছিল নকল ওরস্যালাইন-এন বিক্রয়ের বিরুদ্ধে বিক্রেতাদের উদ্বুদ্ধ করা এবং নকল ওআরসালাইন-এন ক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। এপ্রিল, ২০২১ থেকে নতুন ক্যাম্পেইনটির একটি টিভি বিজ্ঞাপন বাণিজ্যিকভাবে স্থানীয় বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হচ্ছে। প্রচারাভিযানের পাশাপাশি বিভিন্ন জনপ্রিয় ডিজিটাল প্যাটফর্মগুলোতেও ক্যাম্পেইনটি প্রচার করা হয়।

এসএমসি ৫+ শিশুদের জন্য 'মনিমিক্স প্লাস' চালু করল

এসএমসি ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের লক্ষ্য করে ১১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ব্র্যান্ড 'মনিমিক্স প্লাস' চালু করে। পাবলিক হেলথ প্রোডাক্ট পোর্টফোলিওতে নতুন ব্র্যান্ড যুক্ত করে, এসএমসি দেশের শিশুদের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়নে একটি নতুন দিক উন্মোচন করে।

মনিমিক্স প্লাস ডব্লিউএইচও দ্বারা নির্দেশিত ১৫টি ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ একটি অনুপুষ্টি পাউডার যা ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের রক্তস্বল্পতা এবং অনুপুষ্টির ঘাটতি রোধে সহায়তা করে। সঠিক মাত্রায় (একটানা ৩ মাস খাওয়ানোর পর ৩ মাস বিরতি দিয়ে আবার আগের নিয়মে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিদিন এক প্যাকেট) মনিমিক্স প্লাস খাওয়ালে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, খাবারের রুচি, জ্ঞান অর্জন ক্ষমতা এবং কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামক রোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

বাংলাদেশে অপুষ্টির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি, যার কারণে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অনেকেরই বিবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়।

মনিমিক্স প্লাস এর তথ্য ও উপকারিতা জনসাধারণের মাঝে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে এসএমসি বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রোডাক্টটির সম্প্রচার অব্যাহত রেখেছে। ম্যানেজমেন্ট আশা করছে যে, মনিমিক্স প্লাস দেশের ৫-১২ বছর বয়সী শিশুদের সার্বিক পুষ্টি অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সাকিব আল হাসানের সাথে স্মাইল বেবি ডায়াপারের ইন্টারেক্টিভ লাইভ প্রোগ্রাম

বিগত ৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে স্মাইল বেবি ডায়াপার ফেইসবুক পেইজে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের সাথে একটি অনলাইন ডিজিটাল লাইভ অনুষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনা করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সাঈদা আনোয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর মার্কেটিং ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার খন্দকার শামীম রহমানও অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং এসএমসি'র বিভিন্ন মহৎ উদ্যোগ ও সাফল্য, বিশেষ করে স্মাইল বেবি ডায়াপারের সফল যাত্রা তুলে ধরেন। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সাকিব আল হাসান "স্মাইল" শিশুদের জন্য একটি পারফেক্ট বেবি ডায়াপার উল্লেখ করে শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করেন।

'টেস্ট মি' এক কেজি জার এখন বাজারে

বাজার চাহিদা বিবেচনা করে, এসএমসি ইএল ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ১ কেজি জারের ইনস্ট্যান্ট সফট ড্রিংক পাউডার 'টেস্ট মি' চালু করে। বর্তমানে 'টেস্ট মি' আম এবং কমলার আকর্ষণীয় দুটি ভিন্ন স্বাদে ১ কেজি জারে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভিটামিন এ, সি এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ 'টেস্ট মি' রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ভোক্তাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তামিম ইকবালকে নিয়ে ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংক 'এসএমসি প্লাস' এর যাত্রা শুরু

এসএমসি ইএল মার্চ ২৫, ২০২১ তারিখে ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংক 'এসএমসি প্লাস' বাজারে আনে। রেডি টু ড্রিঙ্ক (আরটিডি) ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় 'এসএমসি প্লাস' বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি এবং খুবই সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। পানীয়র এই দুর্দান্ত সংমিশ্রণটি তাৎক্ষণিকভাবে ডিহাইড্রেশন, ক্লান্তি এবং বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা দূর করে। এসএমসি প্লাস (২৫০ মিলি) কমলা এবং লেবুর দুটি ভিন্ন স্বাদে সুলভ মূল্যে সারা দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

এসএমসি নিয়ে এলো পুষ্টি সমৃদ্ধ ক্যান্ডি 'সুপার কিড'

শিশু পুষ্টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বিগত ২৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে এসএমসি ইএল বাজারে এনেছে একটি স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ ক্যান্ডি 'সুপার কিড'। ২৪টি ভিটামিন এবং মিনারেল সমৃদ্ধ এই পণ্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মুলায় তৈরী যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শারিরিক শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এক প্যাকেট সুপার কিড শক্তির একটি ভালো উৎস এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলের শতকরা ২৭% RDI (রেফারেন্স ডেইলি ইনটেক) পূরণ করতে পারে। 'সুপার কিড' এখন দুটি ভিন্ন স্বাদে (দুধ মালাই এবং বাদাম চকলেট) ফার্মেসীসহ অন্যান্য আউটলেটে পাওয়া যাচ্ছে।

'বিশ্ব মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা দিবস ২০২১' পালন করলো এসএমসি

বিগত ৩০ মে, ২০২১ তারিখে চট্টগ্রামের ঝাউহাটিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু বাংলা বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গনে বিশ্ব মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানটি দুস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) এবং এসএমসি ইএল চট্টগ্রাম এরিয়া অফিসের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ১৫০জন কিশোরী অংশগ্রহণ করে। এর মাধ্যমে তারা মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারে। মাসিকের সময় দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্ট রোগ ও ভোগান্তির কথা উল্লেখ করে, ডিএসকে'র প্রজেক্ট ম্যানেজার মিসেস আরেফাতুল জান্নাত মাসিকজনিত রোগ থেকে সুরক্ষা এবং গুনগত মান, সাশ্রয়ী মূল্য ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্টের কারণে এসএমসি'র জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। মিসেস জান্নাত সার্বিক সহযোগিতার জন্য এসএমসি ম্যানেজমেন্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ডিএসকে'র উদ্দ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এরিয়ায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিনা মূল্যে ১ (এক) লক্ষ প্যাকেট জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এর অংশ হিসেবে, ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ডিএসকে সংশিষ্ট এরিয়া অফিস থেকে 'জয়া উইংস ৮'-এর মোট ৫,১০০ প্যাকেট ক্রয় করে। ডিসেম্বর, ২০২২ সালের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে বাকি পরিমাণটুকু গ্রহণ করবে।

অন্যান্যের মধ্যে, চট্টগ্রামের ডিএসকে'র পক্ষ থেকে, প্রকল্প কর্মকর্তা জনাব আবু তৈয়ব সুমন এবং প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ গোলাম তৌফিক অধিবেশনটিতে অংশ নেন। অন্যদিকে, এসএমসি'র চট্টগ্রাম এরিয়া অফিসের পক্ষ থেকে, সেলস ম্যানেজার জনাব আবদুলাহ আল মামুন এবং সিনিয়র সেলস প্রমোশন অফিসার জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

এসএমসি ফার্মা উচ্চতার এক নতুন শিখরে

'মানসম্পন্ন ঔষুধের অভাবে সাধারণ মানুষ, মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়, এমন একটি উদ্দ্যেশ্যকে সামনে রেখে এসএমসি ফার্মাসিউটিক্যালস ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে যাত্রা শুরু করে। 'প্রেসক্রাইব হিউম্যানিটি' এই স্লোগান নিয়ে বিগত তিন বছরে ফার্মা বিভাগের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়।

সকলের কাছে সূলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করার লক্ষ্যে এসএমসি'র ফার্মা বিভাগ তাদের ঔষধের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করেছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এসএমসি ফার্মা তার অপারেশন পরিচালনার জন্য রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর সাথে (পূর্বের জুলফার বাংলাদেশ লিমিটেড) একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চলমান ঔষধ ব্র্যান্ডগুলোর পাশাপাশি এসএমসি ফার্মা তার নতুন ব্র্যান্ডসমূহ উৎপাদনের জন্য নাফকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সাথে আরেকটি ভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বেশীরভাগ ডাক্তারগণ মহামারীর কারণে নিয়মিত চেম্বার না করলেও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এসএমসি ফার্মা ডাক্তারদের সাথে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ দিবসসমূহ পালন করা ছাড়াও ফার্মা ডিভিশন কোভিড-১৯ বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা, মাস্ক ব্যবহার এবং টিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করে।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড - ১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ +৮৮ ০২ ২২২২৫০৭৩-৮০, +৮৮ ০২ ২২২২৭৫০৮৫-৯২, **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org